ভোরের কাগজ

তারিখ 11 FEB 1998
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

# সহজবোধ্য 'লেখাপড়ার' কথা

**ফেব্রুয়ারি মাস। গোটা মাস জুড়েই চলবে বাংলা ভাষাকে ঘিরে নানান কর্মকাণ্ড। চলুন, জানা যাক ড. শাহীদা আখতারের কথা। যিনি নব্যসাক্ষর হওয়া মানুষদের জন্য সহজবোধ্য ভাষায় প্রকাশ করেন 'লেখাপড়া' নামের পত্রিকাটি। উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য এই উপকরণ উদ্ভাবন করে তিনি পেয়েছেন জাতীয় পুরস্কার।**

১৯৯৭ এর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসে, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের আয়োজনে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ক্ষেত্রে অনুসারক উপকরণ উদ্ভাবনের জন্য জাতীয় পুরস্কার প্রদান করেন রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ। এতে প্রথম পুরস্কার অর্জন করেন ড. শাহীদা আখতার। অত্যন্ত উজ্জ্বল শিক্ষাজীবন তার। এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় মেধাতালিকায় স্থান অর্জন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় অনার্সসহ মাস্টার্স ডিগ্রি করেন তিনি। এরপর ১৯৮৭ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'তুলনামূলক অধ্যয়ন: বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের উপন্যাস' বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত তার অনুসারক উপকরণটি হচ্ছে নব্যসাক্ষরদের জন্য সহজবোধ্য ভাষায় প্রকাশিত নিয়মিত মাসিক পত্রিকা 'লেখাপড়া'।

নব্যসাক্ষরদের অব্যাহত শিক্ষার কথা মনে রেখে এই 'লেখাপড়া' সম্পাদনার কাজে তিনি হাত দেন। সহজবোধ্য ভাষায় লেখা হলেও কাজটা অত সহজ নয়। বিশেষত কারও সঙ্গে যুক্ত না হয়ে নিজ উদ্যোগে একলা চলোরে নীতিতে কিছু করাটা সত্যিই কঠিন। তো কেন এই কাজে হাত দিলেন? এ প্রশ্নের জবাবে ড. শাহীদা জানালেন, জাতিসংঘের (UNTAC) মিশনে সিভিক এডুকেশন ট্রেনিং স্পেশালিষ্ট হিসেবে ১৯৯২-৯৩ সালে কম্বোডিয়ায় গ্রামীণ জনগণের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে তার উপলব্ধি হয় 'এই কাজটাই কেন—আমি আমার দেশের জন্য করি না?'



*রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে জাতীয় পুরস্কার নিচ্ছেন ড. শাহীদা আখতার*

কম্বোডিয়ায় তিনি গ্রামীণ জনগণের শিক্ষা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এ সময় থাইল্যান্ডের জমাতিয়েনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ পর্যবেক্ষকদের ট্রেনিং কোর্সে বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষক হিসেবে তিনি অংশগ্রহণ করেন। তিনজন এশিয়ান বিশেষজ্ঞের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম।

অর্জিত সেই অভিজ্ঞতা এবং নিজস্ব মেধা তিনি কাজে লাগালেন 'লেখাপড়া'র মধ্যে। প্রতিমাসে 'লেখাপড়া' বের হয় নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ের ওপর মলাট কাহিনী নিয়ে। এতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইন, কৃষি, পরিবেশ, বিজ্ঞান থেকে শুরু করে গল্প, কবিতা, ছড়াসহ কাহিনী চিত্রের বৈচিত্র্যময় সমাহার রয়েছে। মনকাড়া ইলাস্ট্রেশন রয়েছে প্রতিটি সংখ্যায় যা সহজেই পাঠকের দৃষ্টি কাড়ে। তিনি জানালেন, 'লেখাপড়া' সম্পাদনা করতে গিয়ে বাংলাদেশের প্রথিতযশা সব সাহিত্যিক এবং বুদ্ধিজীবী যার কাছে যখনই গেছেন লেখার জন্য সবার কাছেই তিনি সহযোগিতা পেয়েছেন।

এই বইগুলো বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা তাদের শিক্ষা কার্যক্রমে সহায়ক উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করছে।

এছাড়াও তিনি লোকসাহিত্যের ছড়ার বই 'মেঘডুবি' কিংবা বাংলাদেশের ঋতু পরিচিতি ইত্যাদি নিয়ে 'আমাদের দেশ' রচনা করেছেন। বয়স্ক নব্যসাক্ষর কিংবা ছোট শিশুদের পড়ার উপযোগী করে সহজবোধ্য ভাষায় এবং বড়ো হরফে ছাপা হয়েছে। ড. শাহীদা আখতার শুধু নব্যসাক্ষরদের জন্যই যে কাজ করছেন তা নয়, লোকসাহিত্য তার একটি প্রিয় বিষয়। তিনি বাংলা একাডেমীর সিনিয়ার ফেলো থাকা কালে বাংলাদেশের পল্লী নারীর সংস্কার ও প্রথা নিয়ে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের সহায়তায় গবেষণা করেন। তার ফিল্ডওয়ার্ক ভিত্তিক মনোগ্রাম 'গায়ে হলুদ' বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি 'বাংলা' বিষয়ে মডিউল রচনা করছেন অনেক দিন ধরেই। শিক্ষানুরাগী এই নারী শিক্ষা এবং শিক্ষার্থীর উন্নয়নে আরো কাজ করার আশা রাখেন। আমরাও চাই তার আশা পূরণ।

❑ শারকে চামান খান